

অভাব কাকে বলে ?

অভাব কাকে বলে ?

উত্তর:-

আমরা যখন সৃষ্টির প্রথমতে পরমাত্মা থেকে দূরে যোগে গতি (যাকে শাস্ত্রেরে দুর্গতি বলে) সটো আমরা যখন হয়ে অতি সুক্ৰ জীবাত্মা হয়েছিলি, তখন সেই পরমাত্মায় কে কি ভাবে পরে আবার যুক্ত হয়ে পূর্ণ মোক্ষ পাবে - সেই গোপন রহস্য প্রত্যেকের কারণ শরীরের মধ্যে অতি সংগোপনে থাকে -তাকেই একমাত্র মূল " স্বভাব" বলে। আর এই " স্বভাবকেই " পরবর্তী কালে অক্ষর সংক্ষিপ্ত আকারে "ভাব " বলে অর্থাৎ " স্বভাব= ভাব "। যাহা জীবাত্মার স্বরূপ বা ভাবগতি বলে যাহা মন , বুদ্ধি এর অতীত। আর এই স্বভাবে স্থিতি না থাকার নামই "অভাব"।

তবুও বাস্তবিক রূপে আমরা দুই প্রকারের অভাব দেখতে পাই :-

1. প্ররাদ্ধকর্ম বা ন্যস্তি জনতি অভাব -> আমাদের ভাগ্যে যে দুঃখ বা অনটন থাকে , যটোকে বাধ্যতামূলক ভাবে ভোগ করতে হয় (যেমন- পরিশেষে / সমাজ / নানা রকম সমস্যা / চাহিদা / ক্ৰুদা-তৃস্না / রোগ-ব্যাধি / দায়িত্ব-কর্তব্যজনতি ) তাকে প্ররাদ্ধকর্ম বা ন্যস্তি জনতি অভাব বলে।

2. মানসিক অভাব -> আমরা শুধুমাত্র নিজদের কামনা বাসনা কেই জীবনের লক্ষ্য ভবে তাকে পূর্ণ করে জন্মে যে দুঃখ-যন্ত্রনা ভোগ করে অভাব অনুভব করি তাকে মানসিক অভাব বলে।

এই দুই প্রকার অভাব থেকে চরিকালেরে জন্মে মুক্তির উপায় হলো ধর্মের পথে চলে যখন আমরা নিজেরে মূল "স্বভাবস্থিতি" লাভ করতে পারবো তখন আমরা অনন্তকালেরে জন্মে সব রকম অভাব থেকে মুক্তি লাভ করতে পারবো। তাই ধর্মের পথই হলো অভাব মুক্তির মূল উপায়।

শাস্ত্রানুসারে ধর্মআচরণ --> যম ( অহিংসা + সত্য + অসত্যে + ব্রহ্মচর্য + অপরিগ্রহ ) +নয়ম ( শট্টাচ + সন্তোষ + স্বাধ্যায় + তপস্যা + ঙ্গস্বরপ্রণয়ান )+ গুরুসবো + গুরু আদেশে পালন + মা-বাবা সবো + সামাজিক-সাংসারিক প্রতটি দায়িত্ব সং পথে থেকে পূর্ণ ববিকেরে সঙ্গে প্রতপালন + দেশভক্তি + জীব-মানব কল্যাণ চিন্তা ও কর্ম এবং চরিত্রআচরণ। এই সমস্ত আচরণগুলো পূর্ণ রূপে ( নিজেরে মনো মতন যে কোনো একটা -দুটো পালন করলে নয় ) পালন করলে তবই তাকে ধর্ম আচরণ বলে।